আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ
اللجنة الشرعية للدعوة والنصرة
উচ্চতর ইসলামী আইন গবেষণা বিভাগ
fatwaa.org

ফাতওয়া নাম্বার: ১১০ প্রকাশকালঃ ০৮-১০-২০২০ ইং

আকিকার টাকা সদকা করে দিলে কি আকিকা আদায় হবে?

প্রশ্ন:

সন্তানের আকিকা না করে সেই টাকা জিহাদের ফান্ডে সদকা করে দিলে কি আকিকা আদায় হবে?

প্রশ্নকারী-আসাদ

ঠিকানা-অজ্ঞাত

উত্তর:

আকিকা না করে উক্ত টাকা জিহাদের ফাণ্ডে দান করলে আকিকা আদায় হবে না। আকিকা পিতার কাছে সন্তানের হক। আকিকার বিধান ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নাত হলেও, সন্তানের সুন্দর ও নিরাপদ জীবনের জন্য তা অপরিহার্য। তার ভবিষ্যত জীবন বালা-মসিবত মুক্ত থাকা, সুস্থতা, দ্বীনদারী ও উত্তম গুণাবলীর সাথে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আকিকার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সামর্থ্য থাকলে আকিকা থেকে বিরত থাকা ঠিক নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الغُلاَمُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ. –رواه الترمذي (1522) وأبو داود (2837) وقال الترمذي: هذا حديث حسن

صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع ...اهـ

"সন্তান তার আকিকার বিনিময়ে বন্ধকস্বরূপ থাকে। জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ হতে জবেহ করতে হবে, তার নাম রাখতে হবে এবং মাথা মুণ্ডাতে হবে।" -জামে' তিরমিযি: ১৫২২; সুনানে আবু দাউদ: ২৮৩৭

ইমাম তূরপুশতি রহ. (৬৬১ হি.) বলেন,

والمعنى أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فكه ... ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحبوب رهينة بالعقيقة. – الميسر 3\949

হাদিসের অর্থ হচ্ছে, সন্তানটি যেন বন্ধক রাখা বস্তুর মতো, বন্ধক ছাড়ানো ব্যতীত যা থেকে উপকৃত হওয়া যায় না। ... এটাও হতে পারে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য, সন্তানটি নিরাপদ থাকা এবং পছন্দনীয় গুণাবলীতে বেড়ে উঠা আকিকার সাথে সম্পৃক্ত। - আলমুয়াসসার: ৩/৯৪৯

ইমাম ইবনুল কায়্যিম রহ. (৭৫১ হি.) বলেন,

وَقد جعل الله سُبْحَانَهُ النسيكة عَن الْوَلَد سَببا لفك رهانه من الشَّيْطَان الَّذِي يعلق بِهِ من حِين خُرُوجه إِلَى الدُّنْيَا وَطعن فِي خاصرته فَكَانَت الْعَقِيقَة فدَاء

وتخليصا لَهُ من حبس الشَّيْطَان لَهُ وسجنه فِي أسره وَمنعه لَهُ من سَعْيه فِي مصَالح آخرته الَّتِي إِلَيْهَا معاده. –تحفة المودود بأحكام المولود، ص: 74

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা সন্তানের আকিকা করাকে, শয়তান থেকে তার মুক্তির মাধ্যম বানিয়েছেন, যে শয়তান ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকেই তার পিছে লেগে থাকে এবং তার কোমরে আঘাত করে (যার ফলে জন্মের পরপরই বাচ্চা কেঁদে উঠে)। কাজেই আকিকা হল, শয়তানের কব্জা থেকে সন্তানের মুক্তির মাধ্যম...। -তুহফাতুল মাওদুদ বি-আহকামিল মাওলুদ: ৭৪

অবশ্য আপনি আকিকার জন্য টাকা দিলে সংশ্লিষ্ট ভাইরা যদি আপনার পক্ষ থেকে আপনার সন্তানের আকিকা দিয়ে দেন, তাহলেও আকিকা হয়ে যাবে এবং একই সঙ্গে আপনি জিহাদের পথে ব্যয় করার সওয়াবও পাবেন ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, আকিকা সন্তানের জন্মের সপ্তম দিনেই করা চাই। কারণ পরে করলে যদিও অনেকের মতে সহীহ হবে, কিন্তু অন্য অনেকের মতেই তাতে আকিকা হবে না।

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (গুফিরা লাহু)

১৬-০২-১৪৪২ হি.

০৪-১০-২০২০ ইং